প্রধানমন্ত্রীর সাথে চীন থেকে দেশে ফিরেছেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

সরকার প্রধানের সফরসঙ্গী হয়ে চীন সফরে গিয়েছিলেন চুয়াডাঙ্গার কৃতী সন্তান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।
চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৮ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত ১৯৬ সদস্যের দল নিয়ে অবস্থান করেন। সফরসঙ্গীর এই দলে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান পরিচালক, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ডায়মন্ড মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)-এর সাধারণ সম্পাদক ও তারাদেবী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান চুয়াডাঙ্গার সন্তান কৃতী ব্যবসায়ী সিআইপি দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।
তিন দিনের সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিশেষ ফ্লাইট (বিজি-১৭০৪) বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একইসময়ে দেশে ফেরেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। এ সফরে থাকাকালে বিভিন্ন সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে নানা আলোচনা করেছেন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। চুয়াডাঙ্গার রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সফরের অবসর সময়ে একান্তে আলোচনার সুযোগ পান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনেন বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
উল্লেখ্য, এর আগেও ব্যবসায়ীক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রায় ৬০ বারের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে বিভিন্ন দেশে গেছেন চুয়াডাঙ্গার এ কৃতী সন্তান।

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়নে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার ঈগল মার্কার পথসভা

আমার উপর বিশ্বাস আর আস্থা রাখেন চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গায় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে দেবো। আমাকে এমপি হিসেবে নির্বাচিত করুন, আমি আপনাদের বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখব। আপনাদের সাথে নিয়ে উন্নয়নের কাজ করে, সেই বিশ্বাসের প্রমান দেব। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ঈগল মার্কার প্রার্থী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিভিন্ন অঞ্চলে গণসংযোগ, পথসভা ও নির্বাচনী অফিসে নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

আজ মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের বলেশ্বরপুর, বুড়োপাড়া, বাগুন্দি, আইলহাস, শিশিরদাড়ি, পাইকপাড়া, ঘোলদাড়ী ও হোসেনপুর গ্রামে গণসংযোগ ও পথসভা করেন।

গণসংযোগকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা আরো বলেন, আমি আপনাদের এলাকার সন্তান। তাই আপনাদের মাঝে এসেছি। ভবিষ্যতে আপনাদের সাথেই থাকব। এটাই আমার অঙ্গিকার। এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন করতে চাই। তার জন্য আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করছি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নবান্ধব সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎসহ সব ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। ডিজিটালের পাশাপাশি উন্নত দেশ গড়তে হলে আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশে যেতে হবে। একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ গড়তে হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বিকল্প নেই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এড. আব্দুল মালেক, সাবেক যুব ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক এড. শফিকুল ইসলাম শফি, শরিফ চৌধুরী, কমল কুমার বিশ্বাস, বজলুল রহমান প্রমুখ।

পরিবর্তন ও চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে ঈগল প্রতীকে ভোট দিন

চুয়াডাঙ্গা -১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতিকের বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে আলমডাঙ্গা সরকারী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপকুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, আমার সামনে যারা বসে আছেন তারা আমার প্রাণশক্তি, তারাই আমার সাহস, তারাই আমার ক্ষমতা। আলমডাঙ্গাবাসী আমি আপনাদের ভাই, আপনাদের সন্তান, আপনাদের আপনজন। আমি চুয়াডাঙ্গা কলেজে পড়েছি। অ্যাডভোকেট শফি মামার হাত ধরে ছাত্রলীগ করতাম। তখন সেই কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলাম। মানুষ মনে করে দিলীপ কোথা থেকে এসেছে। চুয়াডাঙ্গায় ১৯৪২ সালে রুপছায়া সিনেমা হল তৈরি হয়েছিলো। তখন আমার দাদা ওই সিনেমা হল পরিচালনা করতেন। জার্মানির কার্লসরুহে ইউনিভার্সিটি থেকে আমার বাবা লেখাপড়া করে আসেন। টকিজ সিনেমা হলে ১৯৯৪ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত আমি আলমডাঙ্গাতেই ছিলাম। আমি এই জনপদে মাটি ও মানুষের টানে বারবার ছুটে আসি। সেই টান নামিয়েছে ভোটের যুদ্ধে। এই টান ঈগল প্রতিক নিয়ে পরিবর্তনের জন্য নেমেছি।

দিলীপ বলেন, সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছায়,আপনাদের চেষ্টায় এই পরিবর্তন আসবেই। পরিবর্তন না আসলে এই জনপদের উন্নয়ন সম্ভব না। আমাদের স্লোগান হবে দ উন্নয়নের স্লোগান’। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমার পরিবারের অনেক অবদান রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা বাসীকে জিম্মিদশা থেকে মুক্তি দিতে আমি এমপি হতে চায়।

তিনি আরো বলেন, আমার একটাই অনুরোধ-আপনাদের সকলকে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাবেন। দিলীপ যদি যোগ্য হয় তবে ভোট দিবেন। আপনার ভোটটি ঈগল প্রতিকেই দিবেন।

নেত্রী সামসাদ রানু, যুবমহিলা আওয়ামীগের জেলা সভাপতি আফরোজা পারভীন, এ্যাড, স্নিগ্ধা, মর্জেম হোসেন, রানা মন্ডল,সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নয়ন সরকার, সেলিম রেজা তপন, সজীব প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টায় উপজলার কুমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আওয়ামীলীগ থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। দেশের মানুষ অভাবে নেই। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে হাজারো মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াত উন্নয়ন চায় না, কখনো তারা চাইও নি। দেশ যখন উন্নয়নের অগ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে ঠিক তখনই বিএনপি-জামায়াত আগুন সন্ত্রাসী শুরু করেছে। যখন নির্বাচন আসে তখন তাদের জ্বালা ধরে যায়। বিএনপি-জামায়াত আগামি নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে আগুন সন্ত্রাস শুরু করেছে। এদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। তবে- সরকার মেগাপ্রকল্প সহ দেশের উন্নয়নের যে ভুমিকা রাখছে তা নিরুৎসাহ করতে তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক একরামুল হক বুলুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার। শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ উপস্থাপনা করেন আব্দুল মালেক।

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার কর্মীসভা



আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার
আগরওয়ালার কর্মীসভা

ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক কামাল হোসেন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় গণ সমাবেশে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায় বিশাল গণ সমাবেশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকাল চারটায় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলা চত্বরে এই গণ সমাবেশ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ দোয়া এবং জামায়াত -বিএনপির নৈরাজ্য ও নির্বাচনের বানচালের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র রুখে দিতে এই বিশাল গণ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। এসময় গণসমাবেশটি সভাপতিত্ব করেন ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি কাওসার হোসেন বাবলু।

সমাবেশের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোওয়াত ও গীতা থেকে পাঠ করে সমাবেশটি শুরু হয়।

এরপর গণ সমাবেশের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, আজকের জনসমাবেশের মধ্যে দিয়ে বিএনপি জামায়াত যে আগামী নির্বাচনের চক্রান্ত বানচাল করতে হবে। এটাই আমাদের অঙ্গিকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত আবার শক্তিশালও করবো। তাই সবাইকে নৌকায় আবার ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাই সকলকে প্রস্তত করতে হবে। বিএনপি জামায়াতকে প্রতিহত করতে হবে। সবাই সবার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে রাজপথে। বিএনপি এ দেশের মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে পারবে না। আমরা কেউ ঘরে বসে থাকবো না। কঠোর তৎপর ও শক্তি দিয়ে বিএনপির নৈরাজ্যকে দমন করবো। নৌকা প্রতিককে শ্রদ্ধা করতে হবে। নৌকা যার আমি তার। জননেত্রী শেখ হাসিনা যে ভাবে উন্নয়ন করে যাচ্ছেন। এই উন্নয়ন ধারা করে যাবেন তিনি। এই জন্য সবাইকে ঐক্যবোধ্য হয়ে ভোট দিতে হবে নৌকা মার্কায়। চুয়াডাঙ্গা জেলা স্মার্ট করতে হলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করতে হবে।

তিনি আরো বলেন ইউরোপীয় ও আমেরিকার যে প্রতিনিধি দল দেশ এসেছে,

তারা সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের কথা বলেছেন। আমরাও সুষ্ঠু-অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। বিএনপি বলছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে এবং এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না। তারা যাদেরকে নালিশ করে ডেকে নিয়ে এসেছে তারাও সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের কথাই বলেছে। তাদের কেউ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলে নাই। এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও কথা বলেনি

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সংবিধান মানতে হবে। আমাদেরও সাফ কথা, সংবিধানের বাইরে আমরা এক চুলও নড়ব না। এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। আওয়ামী লীগ মাঠে ঘাটে থাকা দল। রাজপথে নৈরাজ্য করলে এবার থেকে আর প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ করা হবে।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কালিদাস পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনউদ্দীন পারভেজ, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা কৃষকলীগের সভাপতি গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, প্রমুখ।

গণসমাবেশের শেষ পর্বে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত আলমডাঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা ইমরানের পরিবারের মাঝে এক লাখ টাকা তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। এ সময় তিনি কর্মীদের মুল্যায়ন করার জন্য সকল নেতাদের আহবান জানান।

চুয়াডাঙ্গার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরায় দিলীপ কুমার

আগরওয়ালাকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য চুয়াডাঙ্গার কৃতী সন্তান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গণভবনে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় দিলীপ কুমার আগরওয়ালা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, দলীয় নানা বিষয়সহ চুয়াডাঙ্গার সার্বিক পরিস্থিতি জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে এ সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাসি মুখে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং চুয়াডাঙ্গাবাসীর উন্নয়নে করা সকল কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন।

এরপর জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এদেশে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তারা যে ধর্মেরই হোক, কেউই সংখ্যালঘু নয়।এদেশে সব ধর্মের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। আর ধর্ম যার যার, উৎসব সবার-এই নীতিতে আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বাস করে। তাই নিজেদের সংখ্যালঘু না ভাবতে সনাতন ধর্মের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার সব ধর্মের উন্নয়নে সমানভাবে কাজ করছে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। হিন্দুরা মন্দিরে যাবে আর মুসলিমরা মসজিদে যাবে। সবার ধর্মের প্রাথমিক শিক্ষাও এখান থেকে নিশ্চিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, শ্রী কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল দুষ্টের দমন শিষ্টের লালনের জন্য। সেই শিক্ষা বাস্তবায়নের তাগিদ দেন সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সব ধর্মের মর্মবাণী এক ও অভিন্ন। ভাষা হয়ত ভিন্ন হতে পারে। আমাদের দেশের কিছু মানুষ বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের বদনাম করে। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এবিষয়ে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার সাথে যোগাযোগ করা হলে, তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে গণভবনে গিয়েছিলাম। শুভেচ্ছা বিনিময় ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রীকে অনেক কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমি যখন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও দলীয় নানা বিষয়সহ চুয়াডাঙ্গার সার্বিক পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করছিলাম, তখন ওনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শোনেন। এছাড়া গত দশ বছর যাবত চুয়াডাঙ্গা জেলায় আমি যেসব উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছি সেবিষয়েও কিছুটা বলার সুযোগ প্রধানমন্ত্রী আমাকে দিয়েছিলেন। আমার সব কথা শোনার পর প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখেই আমাকে নানা নির্দেশনা দেন। এছাড়া জননেত্রী তখন আমাকে আগামী দিনের পথচলার সকল নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আরও বলেন আমি যেভাবে চুয়াডাঙ্গাবাসীর সঙ্গে আছি এবং তাদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি সেই কাজ যেন অব্যাহত রাখি।

দিলীপ কুমার আরও বলেন, আমি জননেত্রীকে কথা দিয়েছি, আমরণ নৌকার পক্ষে এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী রাখতে এবং দেশবাসীর উন্নয়নে কাজ করে যাব।